ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 165 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২১ ● কলকাতা ● ১৩ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ৩০ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাজ্যপালের উদ্যোগে পাল্টে গেল রাজভবনের নাম

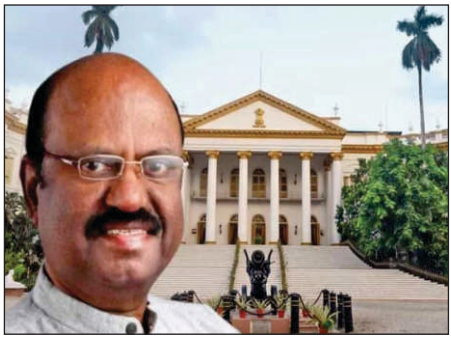

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্যোগে রাজভবনের নাম পাল্টে গেল। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ওই প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে। ফলে ঔপনিবেশিক আমলের ছাপ সরিয়ে বাংলার রাজভবনের নতুন নাম হল 'লোক ভবন'।যদিও রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে সাময়িক তিক্ততা কাটিয়ে সামগ্রিকভাবে বাংলা নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসেন রাজ্যপাল। ক'দিন আগেই জানিয়েছিলেন, বাংলায় কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। গ্রামবাংলাকে আরও দেখতে চান, আরও সময় কাটাতে চান।নাম পরিবর্তনের ঘোষণা এসেই, রাজভবনের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলের নামও বদলে দেওয়া হয়েছে।নতুন পরিচয়— 'লোকভবন'। সেখানেই পোস্ট করে জানানো হয়েছে এই সিদ্ধান্তের কথা। রাজভবনের নাম পরিবর্তনের এই প্রস্তাব নিয়ে বহুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। অবশেষে কেন্দ্রের অনুমোদন মিলতেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করল রাজভবন কর্তৃপক্ষ।

এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যপাল

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 128

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সাধুর শরীর নশ্বর, কিন্তু শরীরের চৈতন্য চিরস্থায়ী হয়। ঐ স্থান সাধুর জীবন সমাপ্তির পরও শত শত বছর অনুভূতি প্রদান করতে থাকে। বরং যত সময় অতিক্রান্ত হবে, ঐ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চৈতন্যের স্তর বাড়তেই থাকবে, কারণ ঐ স্থানের উপর নিসর্গ থেকে বেশী চৈতন্য থাকে। আর সেইজন্যে আশেপাশের বাতাবরণের চৈতন্যও সেখানে নৈসর্গিক রূপে একত্র হতে থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রী গীতা জয়ন্তী মহোৎসব

শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার আর্বিভাব বিশ্বের বুকে এক মহত্তম ও অবিস্মরণীয় বস্তু, দুর্দশার নিগড়ে আবদ্ধ জগদ্বাসীর জীবনে এক অভিনব অভ্যুদয়। চন্দ্রকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো করুনা ধন্য জগৎ বাসীর জীবন নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হলো, সেই জাগরণের বিজয়গীতি হলো "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা"। ভাব তাঁর সঞ্জীবন প্রবাহ, সুরে যৌবনের আবেগ, ভাষায় বিকশিত পুষ্পের কোমলতা, সৌরভ এবং লালিত্য। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের সুদূরাগত প্রতিধ্বনি। মরজগতের সঙ্গে চিন্ময় জগৎ গোলক ধামের সেতুবন্ধ " শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা"।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা বিশ্ব সাহিত্যের স্বর্ণ সিংহাসনে অনন্য ও বহুল প্রচারিত। লীলাপুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মুখ কমল নিঃসৃত দিব্য উপদেশাবলী শ্রীগীতা শাস্ত্রের মূল উপজীব্য বিষয়। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পান্ডব অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে জগৎ জীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতায় যে অমৃতময় পরম বীর্যবর্তী উপদেশাবলী পরিবেশন করেছেন তা বিশেষ সম্প্রদায় বা দেশ - কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা জাতি - ধর্ম- বর্ন- সম্প্রদায়- দেশ- কাল-পাত্র পরিস্থিতি অতিক্রম করে চিরভাস্বর হয়ে সার্বজনীন রূপে সদা সর্বত্রই বিরাজমান রয়েছে। অনুপম এবং অদ্বিতীয় এই সনাতন বৈদিক শাস্ত্র নিত্যধর্ম ও দর্শন মার্গে এক অত্যুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা রূপে দীপ্যমান। বৈদিক শাস্ত্রে যত প্রকার কল্যাণ জনক সাধনার উল্লেখ আছে তার সমস্ত সাধন প্রনালীই ভাবগম্ভীর শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে। শ্রীগীতা শাস্ত্র মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি পদে, ভগবদ্ উন্মুখী ও পরম কল্যানের প্রেরনা যোগায়। দুর্লভ মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যই হলো পারমার্থিক পথের সন্ধান লাভ। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা এই পারমার্থিক পরিক্রমার সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা সংস্কৃতের আবরনে প্রকাশিত থাকলেও আজ তা জগতের সকল ভাষায় বহুমুখী ভাবব্যঞ্জনায় প্রায় সর্বত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সচেতন আচার্যগন আজ শ্রীগীতা শাস্ত্রকে এক অনুপম পরম আস্বাদনের সূচনা করে দিয়েছেন।তাই শ্রীগীতা শাস্ত্র আজ বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত। পরম মঙ্গলময়ী শ্রীগীতা জয়ন্তী মহামহোৎসব আজ জগতের দ্বারে দ্বারে শ্রীগীতার মঙ্গল বার্তা বিঘোষিত হয়ে বিজয় লাভ করুন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ গীতা রূপ পরমামৃত আস্বাদন করিয়ে তৃষ্ণার্ত জগদ্বাসীর তৃপ্তি বিধান পূর্বক পরমানন্দ দান করুন।

তারাপীঠে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তৃণমূল নেতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তারাপীঠ : শীতের সকালে স্ত্রীকে নিয়ে তারাপীঠ যাচ্ছিলেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু মাঝপথে যে বিপদ লুকিয়ে রয়েছে তা বুঝতেও পারেননি। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ভক্তরের। পূর্ব মেদিনীপুরের আইএনটিটিইউসি-র কোর কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। শনিবার ভোরে তারাপীঠ যাওয়ার সময় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর।কিন্তু কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল? সকালে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাব থেকেই কি এই দুর্ঘটনা? সামনে গাড়ি রয়েছে সেটা দেখতে পায়নি চালক? তার

এরপর ৪ পাতায়

ইসকন মায়াপুরে গীতা জয়ন্তী উৎসব ২০২৫

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসকন এর প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর। শ্রীধাম মায়াপুর এখন বিশ্ববাসীর কাছে পারমার্থিক জ্ঞান আহোরনের অন্যতম পীঠস্থান। ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমী ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা, ইংরেজি, ও হিন্দি ভাষায় গীতা স্টাডি কোর্সের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের গীতা ও ভাগবত পড়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। দেশ বিদেশের কয়েক হাজার ভক্তবৃন্দ গীতা জয়ন্তীর উৎসব উপলক্ষে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ২৫শে নভেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার থেকে ০১ লা ডিসেম্বর ২০২৫ সোমবার এই ৭ দিন ব্যাপী ২৯ তম গীতা জয়ন্তী মহোৎসব মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা শুরু হয়েছে। গীতার জ্ঞানালোকে বিশ্ববাসীর হৃদয়কে উদ্ভাসিত ও গীতা অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বৃদ্ধি করতেই এই মহান উৎসবের আয়োজন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছরেরও আগে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অমিত শক্তিশালী ধনুর্ধর অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন এই শুভ তিথিতে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতাশাগ্রস্ত অর্জুনের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনই গীতা । সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রতিবৎসর এই উৎসব পালন করা হয়।

গীতাকে বলা হয় মানব ধর্মতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ। আজ থেকে ৫১৫৮ বছর পূর্বে ভগবদ্গীতার দিব্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করলেও গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এর পূর্বেও তিনি এই জ্ঞান অন্যকে প্রদান করেছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্বে ভগবদগীতার ইতিহাসে উল্লেখ আছে , কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে , তিনি প্রথম এই জ্ঞান সূর্যদেবকে প্রদান করেন এবং সূর্যদেব তা মনুকে প্রদান করেন । মনু সেই জ্ঞান ইক্ষাকুকে প্রদান করেন, এভাবে ভগবদ্গীতার দিব্যজ্ঞান প্রদান গুরু শিষ্য পরম্পরায় চলতে থাকলেও কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে যায় । সর্বশেষ ভগবান কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিন তিনি তাঁর পরম ভক্ত ও শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনকে এই অমূল্য জ্ঞান প্রদান করেন । মোট ১৮ দিন এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলেছিল ।

ভগবদ্গীতা মানবজাতীর জন্য কৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে জড়-জাগতিক অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন কৌরবপক্ষে তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে ইতস্তত করছিলেন , তখন কৃষ্ণ জীবনের সত্য এবং কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান এবং ভক্তির দর্শন তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যার ফলে বিশ্বের অন্যতম বড় ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গীতা শতাধিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে ।

জাতি ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিকতার উর্দ্ধে মানবজাতির কল্যাণে গীতা পাঠ সকলের অবশ্য পাঠ্য। আত্ম-মুক্তি ও জগৎ কল্যাণ সাধনের জন্য গীতার অমৃতময় বানী বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা। পাঠ্য পুস্তক হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতা পাঠের জন্য সুশীল সমাজের এবং সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারাও এই শুভ উদ্যোগে সামিল হোন।

সর্ব-ভারতীয় ও রাজ্য জয়েন্ট এবং মেডিক্যাল এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় তপসিলি জাতি, আদিবাসী, জেনারেল,ওবিসি ও মাইনরিটি- র ৫০০০ পড়ুয়াকে নিয়ে "যোগ্যশ্রী" প্রকল্পের বৃহৎ উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনামূল্য এবং ৩০০ টাকার স্টাইপেন্ডারি প্রশিক্ষণই তরুণ প্রজন্ম- এর ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব করবে

চিফ রিপোর্টার: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ-এর উদ্যোগে তপসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ২০০০ জন ছেলেমেয়েদের এবং স্কুল শিক্ষা বিভাগ ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় ৩০০০ জন পড়ুয়াকে "ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট, জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন ও সর্বভারতীয় মেডিকেল (নিট)"-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার বিনামূল্য কোচিং দেওয়া শুরু হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার সদরের ৫০ টি কেন্দ্রে তপসিলি জাতি ও আদিবাসী ছেলেমেয়েদের এবং ৬০ টি কেন্দ্রে জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে মোট ১১০ টি কেন্দ্রে সারা রাজ্যে আগামী বছরের সম্ভবত ৪ জানুয়ারি,২০২৬ থেকে ৫০০০ জন পড়ুয়ার কোচিং শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

সপ্তাহান্তে শনি ও রবিবার নিয়মিত ৪ ঘণ্টা করে অফলাইন ক্লাস, বিনামূল্যে বিষয় ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের উন্নত মানের স্টাডি মেটেরিয়াল, লাইফ কোচ দ্বারা মোটিভেশনাল ক্লাস, নিয়মিত মক টেস্ট ও পরীক্ষার ঠিক আগে বাছাই করা ছেলে-মেয়েদের "রেসিডেনসিয়াল কোচিং" এর মধ্যে দিয়ে এই প্রশিক্ষণ সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ন্যাশনাল কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন'এই মানসম্মত কোচিং করাচ্ছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া:

১) আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। অনলাইন, অফলাইন ও বিজ্ঞাপনে দেওয়া "স্ক্যানার"- এর মাধ্যমে মোবাইল থেকেও এই কোচিং এর জন্য আবেদন করা যাবে।

২) ক্লাস ইলেভেন সায়েন্স বিভাগে পাঠরত ছেলে - মেয়ে রা এই কোচিংয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৩) তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট এর প্রত্যয়িত কপি জমা দিতে হবে।

৪) পারিবারিক বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।

৫) ইনকাম সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

৬) স্টাইপেন্ড নেওয়ার জন্য পড়ুয়াদের ব্যাংক একাউন্ট ডিটেল দিতে হবে।

৭) স্ক্রিনিং কমিটির দ্বারা নির্বাচিত মেধাতালিকায় থাকা ছেলে-মেয়েরাই কোচিং- এর সুযোগ পাবেন।

৮) যে কোনো তথ্যের জন্য বিজ্ঞাপনে থাকা ২ টি হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে সহায়তা মিলবে।

৯) আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪/১২/২০২৫ রাত ১২ টা পর্যন্ত।

তফসিলি ও আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের আবেদনের পদ্ধতি: www.wbbcdev.webstep.in ওয়েবসাইট থেকে ছেলে মেয়েরা অনলাইনে সরাসরি ফর্ম ফিলআপ করতে পারবেন। অথবা এই ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে ফিলআপ করে পড়ুয়া যে সেন্টারে আবেদন করবেন সেখানে জমা দিতে পারবেন। মাধ্যমিকে যে তফসিলি জাতির পড়ুয়ারা ৬০% ও আদিবাসী পড়ুয়া ৫০% নম্বর পেয়েছেন শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবেন।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসি পড়ুয়াদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে ২৩ টি জেলার কোন সদরের কোন কোন কেন্দ্রে এই বিনামূল্যে কোচিং দেওয়া হবে --- সব তথ্য দেওয়া আছে। পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রের সেন্টার-ইন-চার্জ - এর ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞাপনে থাকা নির্দিষ্ট ৫০ টি সেন্টারের মধ্যে কোনো একটিতেই প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকেও আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাবে।

জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ছেলে- মেয়েদের আবেদনের পদ্ধতি: www.wbbcdev.webstep.in ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে সরাসরি ফর্ম ফিলআপ করা যাবে। অথবা এই ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করেও ফিলআপ করে পড়ুয়া যে সেন্টারে আবেদন করবেন সেখানে জমা দিতে পারবেন। মাধ্যমিকে ওবিসি জাতির পড়ুয়ারা ৬৫% ও জেনারেল এবং মাইনরিটি পড়ুয়া যারা ৭০% নম্বর পেয়েছেন শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবেন।

জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে ২৩ টি জেলার কোন সদরের কোন কোন কেন্দ্রে এই বিনামূল্যে কোচিং দেওয়া হবে --- সব তথ্য দেওয়া আছে। পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রের সেন্টার-ইন-চার্জ - এর ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞাপনে থাকা নির্দিষ্ট ৬০ টি সেন্টারের মধ্যে কোনো একটিতেই প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকেও আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাবে। মাধ্যমিকে যে তফসিলি জাতির পড়ুয়ারা ৬০% ও আদিবাসী পড়ুয়া ৫০% নম্বর পেয়েছেন শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: তফসিলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের পড়ুয়া যদি জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের কেন্দ্রে আবেদন করেন অথবা একই রকম বিপরীত ঘটনা ঘটলে সেই আবেদন বাতিল করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ, স্কুল শিক্ষা বিভাগ, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের এর ওয়েবসাইট - গুলিতেও এই ২ টি বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। রাজ্যের পড়ুয়াদের বৃহত্তর সাফল্যের লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ।

সম্পাদকীয়

তারাগিরি'-এর সরবরাহ, চতুর্থ নীলগিরি শ্রেণী (প্রকল্প ১৭এ) দেশীয় উন্নতমানের স্টেলথ ফ্রিগেট জাহাজ

নীলগিরি শ্রেণীর চতুর্থ জাহাজ (প্রকল্প ১৭এ) এবং মাঝগাঁও ডক শিপবিল্ডিং লিমিটেড (এমডিএল) দ্বারা নির্মিত তৃতীয় জাহাজ, তারাগিরি (ইয়ার্ড ১২৬৫৩), ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে মুম্বইয়ের এমডিএল-এ ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যা যুদ্ধজাহাজের নকশা এবং নির্মাণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক চিহ্নিত করে। প্রকল্প ১৭এ ফ্রিগেটগুলি বহুমুখী বহু-মিশন প্ল্যাটফর্ম, যা সামুদ্রিক ক্ষেত্রে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

তারাগিরি হল পূর্ববর্তী আইএনএস তারাগিরির পুনর্জন্ম, একটি লিয়েন্ডার-শ্রেণীর ফ্রিগেট যা ১৬ মে ১৯৮০ থেকে ২৭ জুন ২০১৩ পর্যন্ত ভারতীয় নৌবহরের অংশ ছিল এবং জাতির জন্য ৩৩ বছর ধরে গৌরবময় সেবা প্রদান করেছে। এই অত্যাধুনিক ফ্রিগেটটি নৌ-নকশা, গোপনীয়তা, অগ্নিশক্তি, স্বয়ংক্রিয়তা এবং নৌ-সেনাদের নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে আত্মনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরোর ডিজাইন করা এবং মুম্বইয়ের ওয়ারশিপ ওভারসিয়িং টিমের তত্ত্বাবধানে, পি-১৭এ ফ্রিগেটগুলি দেশীয় জাহাজ নকশা, গোপনীয়তা, বেঁচে থাকার ক্ষমতা এবং যুদ্ধ ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে একটি অগ্রগতি প্রতিফলিত করে। সমন্বিত নির্মাণের দর্শন দ্বারা চালিত, জাহাজটি পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে নির্মিত এবং সরবরাহ করা হয়েছিল।

পি-১৭এ জাহাজগুলিতে পি-১৭(শিবালিক) শ্রেণীর তুলনায় একটি উন্নত অস্ত্র এবং সেন্সর স্যুট সজ্জিত। এই জাহাজগুলি কম্বাইন্ড ডিজেল বা গ্যাস (সিওডিওজি) প্রোপালশন প্ল্যান্ট দিয়ে তৈরি, যার মধ্যে রয়েছে একটি ডিজেল ইঞ্জিন এবং একটি গ্যাস টারবাইন যা প্রতিটি শ্যাফটে একটি কন্ট্রোলেবল পিচ প্রপেলার (সিপিপি) চালায় এবং অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইপিএমএস)।

শক্তিশালী অস্ত্র এবং সেন্সর স্যুটে রয়েছে ব্রহ্মোস এসএসএম, এমএফএসটিএআর এবং এমআরএসএএম কমপ্লেক্স, ৭৬ মিমি এসআরজিএম, এবং ৩০ মিমি এবং ১২.৭ মিমি ক্লোজ-ইন অস্ত্র সিস্টেমের সংমিশ্রণ, সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধের জন্য রকেট এবং টর্পেডো।

তারাগিরি হল গত ১১ মাসে ভারতীয় নৌবাহিনীতে সরবরাহ করা চতুর্থ পি১৭এ জাহাজ। প্রথম দুটি পি১৭এ জাহাজ নির্মাণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তারাগিরির নির্মাণ সময়কালকে ৮১ মাসে সংকুচিত করতে সক্ষম করেছে, যেখানে প্রথম শ্রেণীর (নীলগিরি) জন্য সময় লেগেছিল ৯৩ মাস। প্রকল্প ১৭এ-এর বাকি তিনটি জাহাজ (এমডিএল-এ একটি এবং জিআরএসই-এ দুটি) ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে ধীরে ধীরে সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তারাগিরির সরবরাহ জাতির নকশা, জাহাজ নির্মাণ এবং প্রকৌশল দক্ষতা প্রদর্শন করে এবং জাহাজ নকশা এবং জাহাজ নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই আত্মনির্ভরতার উপর ভারতের নিরলস মনোযোগ প্রতিফলিত করে। ৭৫% দেশীয়করণের পরিমাণ সহ, প্রকল্পটি ২০০ টিরও বেশি এমএসএমই-কে জড়িত করেছে এবং প্রায় ৪,০০০ জন কর্মীর প্রত্যক্ষ এবং ১০,০০০ জনেরও বেশি কর্মীর পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম করেছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একুশতম পর্ব)

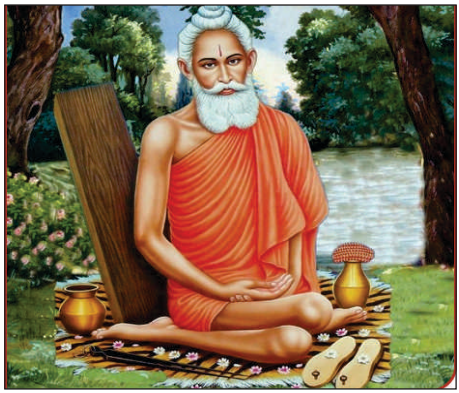

ব্রহ্মানন্দ ভারতী। তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হয়- লোকনাথের জীবন কাহিনী ও দর্শন।পরবর্তীতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যের লিখিত " সদগুরু সঙ্গ" প্রামান্য সাধনগ্রন্থ রূপে সমাদৃত হয়। বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মথুরা মোহন চক্রবর্তী। "শক্তি ঔষধালয়" - এর প্রতিষ্টাতা। প্রথম জীবনে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

তারাপীঠে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তৃণমূল নেতার

শারিরীক অবস্থার উন্নতি হলে তবে তাঁকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গাড়িটিকেও পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। গাড়িতে কোনও সমস্যা ছিল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। শীতের সকালে দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ধরনের কিছু ঘটেছে কিনা সবটাই দেখা হচ্ছে। তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে স্ত্রীকে নিয়ে তারাপীঠে যাচ্ছিলেন তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ভক্তার। সিঙ্গুরের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল একটি গাড়ি। তৃণমূল নেতার গাড়িটি ওই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার পর গাড়িতে থাকা তিনজন তথা তৃণমূল নেতা ও তাঁর স্ত্রী এবং গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে ছুটে আসে স্থানীয়রা। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সুদীপ্ত ভক্তারকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি গুরুতর জখম অবস্থায় গাড়ির চালক এবং তৃণমূল নেতার স্ত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক হলে জানা যাচ্ছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কালচক্র আদিবুদ্ধ যান বা আদি যানের প্রধান দেবতা। এই যানকে দেবতার নাম অনুসারে কালচক্র যানই বলা হইয়া থাকে। কালচক্রের উপর একখানি পৃথক তন্ত্র লেখা হইয়া হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

রাজ্যপালের উদ্যোগে পাল্টে গেল রাজভবনের নাম

লিখেছেন, 'জন রাজভবন'- উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল প্রাসাদের ঐ কাব্যিক দূরত্ব ঘুচিয়ে সাধারণ জনমানুষের কাছে রাজভবনকে আরও উন্মুক্ত করা। তাদের সমস্যা-আশঙ্কা শুনে তদনুযায়ী প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। গত তিন বছরে— প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা সামাজিক উদ্বেগ, জন রাজভবন সরাসরি জনসেবায় নামিয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল।

এবার সরকারি পর্যায়ে নামকরণের ভিত্তি দিয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের এক নির্দেশনা। মন্ত্রক ২৫ নভেম্বর, ২০২৫-এর নোটিফিকেশনে জানিয়েছে, দেশের সকল রাজভবন ও রাজনিবাসকে যথাক্রমে 'লোক ভবন' ও 'লোক নিবারণ/নিবাস' (Lok Bhavan / Lok Niwas) নামে পুনঃনামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে খাঁটি জন-উদ্যোগ এবং জনসম্মুখী ভাববিকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই নির্দেশনা মেনে পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনও এখন 'লোক ভবন' বলে অভিহিত হবে— এমনটাই শনিবার রাজ্যপাল জানিয়েছেন।

সরকারি আলাপ-আলোচনায় বলা হয়েছে, 'জন রাজভবন' কেবল নাম নয়; এ একটি কর্মযোজনা। গত তিন বছরে রাজভবন জেলা পর্যায়ে তৎপর থেকেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নির্যাতন-অভিযোগ তদন্ত বা জনদুর্ভোগে মাঝামাঝি এসে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে। বদলে যাওয়া নামের সঙ্গে সেই কার্যক্রমকে আরও আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যপালের টুইটেই বলা হয়েছে, "লোক ভবন হিসেবে কাজের ক্ষেত্র আরও বাড়বে; জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য রাজভবনের ভাবমূর্তি বদলানো প্রয়োজন ছিল।"

বস্তুত, বাংলার সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তিনটি বছর কাটিয়ে ফেললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্প্রতি বেশ খানিকটা সময় ধরে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মতানৈক্য তৈরি হয়েছে একাধিক ইস্যুতে। কখনও বিলে সময়মতো সই না করা, কখনও আবার রাজ্যে রাজনৈতিক অশান্তির দায় শাসকদলের উপর চাপিয়ে দেওয়া - নানা বিষয়ে রাজ্যপালের 'অতিসক্রিয়তা', 'বিতর্কিত' পদক্ষেপ বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুনানির মাঝেই মৃত্যু, কেঁদে ফেললেন বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্ট এমনই বেদনাদায়ক এক ঘটনার সাক্ষী রইল, যাতে বিচারের বাণী নয়, কেঁদে ফেললেন খোদ বিচারপতি! কাঁদলেন বাদী-বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরাও। আইনি লড়াইয়ের মাঝে এক মৃত্যুসংবাদ সকলকে এমন আবেগপ্রবণ করে তুলল।বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলা শুনানি ছিল। সেই শুনানি চলাকালীন খবর আসে যে বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় আর নেই, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তা শুনে ভরা এজলাসেই 'ও মাই গড' বলে আবেগপ্রবণ হয়ে কেঁদে ফেলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী! ভরা এজলাসে এ এক অন্য চিত্র। কাঁদতে দেখা গেল দুই পক্ষের

এরপর ৬ পাতায়

নির্দেশ মেনে বিধাননগর আদালতে BDO প্রশান্ত বর্মন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাসত আদালতের নির্দেশে বিধাননগর আদালতে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে তাঁকে আগাম জামিন দিয়েছে বারাসত আদালত। শনিবার সকালে কলকাতায় আসেন প্রশান্ত বর্মন। সেখান থেকে তিনি যান বিধান নগর আদালতে। বিধাননগর কমিশনারেটে গিয়ে তদন্তে সহযোগিতাও করবেন তিনি।নিউটাউনের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে শুক্রবার আরও ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অসমের গুয়াহাটি থেকে গোবিন্দ সরকার নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপহরণ করা থেকে খুন গোটা ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। অপহরণ করে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরেরদিন বাগজোলা খালপাড়ের যাত্রাগাছি থেকে স্বপন কামিল্যার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এরপরেই স্বপন গোবিন্দ সরকার সরাসরি যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ। গত ২৮ অক্টোবর সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। খুনের ঘটনায় কামিল্যার পরিবার বিডিও এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অপহরণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের করেন।জানা গিয়েছে, আদালতের পক্ষ থেকে

এরপর ৬ পাতায়

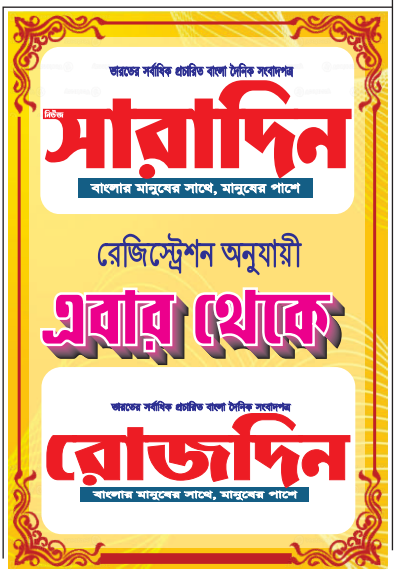

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

সাংসদ শ্রী রাজু বিস্তা জানালেন, নতুন শ্রমিক বিধি কল্যাণমূলক এবং দেশের সকল শ্রমিকের স্বার্থে উপকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শ্রী রাজু বিস্তা আজ শিলিগুড়িতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) কলকাতা আয়োজিত সাংবাদিকদের জন্য একদিনের কর্মশিবির বার্তালাপে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, নতুন শ্রমিক বিধি কল্যাণমূলক এবং দেশের সকল শ্রমিকের স্বার্থে উপকারী।

সরকার শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত এবং সহজলভ্য করতে আগের ২৯-টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি সমন্বিত শ্রমিক বিধি প্রণীত করেছে। এগুলি 'কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯'; 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০'; 'কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০'; এবং 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, ২০২০', জানান শ্রী বিস্তা। এই ঐতিহাসিক সংস্কারের ফলে, শ্রমিকরা নিরাপত্তা, মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সুবিধা সহজে পেতে পারবে। এতে দেশের সংগঠিত এবং অসংগঠিত দুই ধরনের শ্রমিকই সুরক্ষিত হবে।

নতুন বিধিতে বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র প্রয়োজন, গ্র্যাচুইটি সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে এবং সবার জন্য বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, কর্মীদের ইএসআই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এতে চা বাগান শ্রমিক, এমএসএমই এবং দার্জিলিং পাহাড় ও ডুয়ার্সের অসংগঠিত শ্রমিকদের বিশেষ উপকার হবে। একই কাজে সমান মজুরি ও সমান সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। শ্রী বিস্তা জানান, এর আগে চা বাগানগুলিতে ১৯৫১ সালের 'প্লান্টেশন লেবার অ্যাক্ট' প্রযোজ্য ছিল। তখন শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত করত শ্রমিক সংগঠন এবং মালিকরা মিলে। ব্রিটিশ শাসনকাল শেষ হলেও ঔপনিবেশিক আইন কার্যকর ছিল। এখন সেই ধারাগুলি নতুন শ্রমিক বিধির মধ্যে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী বিস্তা পিআইবি কলকাতার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, পিআইবি ধারাবাহিকভাবে সংবাদমাধ্যমের পেশাজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞান বিনিময়ের মঞ্চ তৈরি করে আসছে। তিনি স্বচ্ছ যোগাযোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন, সচেতন নাগরিক উন্নয়নশীল জাতির ভিত্তি।

পিআইবি কলকাতা আজ শিলিগুড়িতে দিনব্যাপী বার্তালাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য সরকারি সংস্থাগুলি ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে কার্যকর সংযোগের সুযোগ করে দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতি ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের তথ্য সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে স্থানীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়া।

অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শ্রী রাজু বিস্তা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি ও সিবিসি কলকাতার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী জেলার সংবাদ প্রতিনিধিরা।

স্বাগত বক্তৃতায় পিআইবি ও সিবিসি কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশিকা মিস জেন নামচু অতিথিবর্গ এবং সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সংবাদমাধ্যম সরকারের ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তিনি সাংবাদিকদের পিআইবি ওয়েবসাইটকে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগের মাধ্যমে নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল গ্রামীণ স্তরে পৌঁছে দেয়া যায়।

এর আগে পিআইবি কলকাতার সহকারি নির্দেশিকা শ্রীমতী শ্রীজাতা সাহা সাহু দপ্তরের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি বলেন, এই ধরনের কর্মশিবির পিআইবি ও জেলা স্তরের সাংবাদিকদের মধ্যে সম্পর্ক গঠন করতে সাহায্য করে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন সংক্রান্ত খবর সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় মানুষের কাছে।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারের আওতায় একটি প্রতীকী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়। বৃক্ষরোপণে নেতৃত্ব দেন শ্রী রাজু বিস্তা, পিআইবি ও সিবিসি (পূর্ব ভারতে)র মহানির্দেশক শ্রী টি ভি কে রেড্ডি এবং মিস নামচু।

আলোচনায় ব্যাংকিং ও জিএসটি কমিশনারেটের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা সাংবাদিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করেন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লিড ব্যাংক ম্যানেজার, শ্রী রাজেশ কুমার একটি উপস্থাপন প্রদান করেন। তিনি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতির সাফল্য, অগ্রগতি এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। তিনি জানান কিভাবে পিএমজেডিওয়াই, ডিজিটাল ব্যাংকিং সম্প্রসারণ এবং ঋণের ব্যবস্থাগুলি আর্থিক রূপান্তর ঘটাচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় এনেছে।

আরেকটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উপস্থাপনায় সিজিএসটি শিলিগুড়ির কমিশনার ড. জিতেশ নাগোরি জিএসটি ২.০- এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, কিভাবে জিএসটি ২.০ প্রক্রিয়া সহজ করেছে, স্বচ্ছতা বাড়িয়েছে এবং করদাতাদের নিয়মপালনের সমস্যা লাঘব করে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

অনুষ্ঠানটি একটি সমিলিত আলোচনার পর শেষ হয়। সংবাদকর্মীরা প্রশ্ন করেন এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বিশেষজ্ঞরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন।

এই ধরনের কর্মশিবির পিআইবি ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে গঠনমূলক সংযোগকে উৎসাহিত করবে। এতে সঠিক সময়ে মানবকেন্দ্রিক তথ্য পরিবেশন আরও সুসংহত হবে।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিআইবি কলকাতার মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার মহম্মদ সিকান্দার আনসারি।

(৫ পাতার পর)

শুনানির মাঝেই মৃত্যু, কেঁদে ফেললেন বিচারপতি

আইনজীবীদেরও। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মাও শেষপর্যন্ত স্বীকার করে নেন যে তিনি মেয়ে মোমকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেননি।ঘটনা ঠিক কী? জানা গিয়েছে, মৃত্যুশয্যায় থাকা বাবাকে নিয়ে মা-বোনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। বাবাকে একটিবার দেখতে চেয়ে বারবার হাসপাতালে গেলেও মায়ের আপত্তিতে দেখা করতে পারেননি বড় মেয়ে। এনিয়ে তিনি আইনের দ্বারস্থ হন। কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন মোম গঙ্গোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় নামে ওই মহিলা। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলাটি ওঠে। সবপক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি জানান যে বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি সাপেক্ষে বড় মেয়ের দেখা করায় কোনও আইনি বাধা নেই। আপাতভাবে বিচারপতির এই নির্দেশে আশার আলো জ্বললেও অচিরেই তা নিভে যায়। বাবা যে রোগশয্যায়! কথা বলা, বোঝা, শোনার মতো অবস্থাতেই নেই। তিনি কীভাবে দেখা করার অনুমতি দেবেন? এই সুযোগে বাবার টিপসই দেওয়া একটি কাগজ দেখিয়ে মা জানান যে কোনওভাবে দেখা করতে চান না বড় মেয়ের সঙ্গে।

এরপরই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান মোম গঙ্গোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী তীর্থঙ্কর দে। তাঁর দাবি, বাবা একজন শিল্পপতি, শিক্ষিত মানুষ। তিনি কেন টিপসই দিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছার কথা জানাবেন? দরকার হলে তিনি সই করতেন। তাছাড়া একজন মৃত্যুশয্যায় থাকা মানুষ কীভাবে বলতে পারেন যে তিনি দেখা করতে চান না। পরিকল্পনা মাফিকই তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না মোম গঙ্গোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়কে।

(৫ পাতার পর)

নির্দেশ মেনে বিধাননগর আদালতে BDO প্রশান্ত বর্মন

আগাম জামিন দেওয়া হয়েছিল দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মণকে। এই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মণকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁর আগেই আগাম জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে বারাসত আদালত। কিন্তু আদালতের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তদন্তকারীদের তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। সেই সহযোগিতা করতেই নির্দেশ মতো কলকাতায় এসেছেন তিনি। শনিবার সকালেই কলকাতায় এসে পৌঁছান। তারপরেই তিনি চলে যান বিধাননগর আদালতে। বিচারকের নির্দেশ মতো কমিশনারেটের তদন্তকারীদের সাহায্য করবেন তিনি।

সিনেমার খবর

মানুষ মৃত্যুর চেয়ে বদনামকে বেশি ভয় করে: জিতু কমল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সহশিল্পী দিতিপ্রিয়া রায়ের সঙ্গে পুরোনো ঝামেলা ছিল ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জিতু কমলের। সেবার মিটে গেলেও এবার বুঝি আর মিটছে না! তেমনই আভাস মিলল অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে।

জিতু তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, ধন্যবাদ, দারুণ অভিজ্ঞতার জন্য। কিন্তু এটা তোমার জয় নয়, বরং তোমার অভিশপ্ত জীবনের শুরু। তিনি আরও লেখেন, মানুষ মৃত্যুর চেয়ে বদনামকে বেশি ভয় করে

সমস্যা শুরু হয় দিতিপ্রিয়ার নির্ধারিত কলটাইমের পরে নাকি সেটে আসা নিয়ে। জিতু রেডি হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তাতেই বিরক্ত হন অভিনেতা। একটা সময় পরে সেট থেকে বেরিয়েও যান। সেখান থেকেই নতুন করে গন্ডগোলের সূত্রপাত।

এর আগেও একবার জিতু-দিতিপ্রিয়ার কলহ প্রকাশ্যে এসেছিল। জিতুর নম্বরসহ হোয়্যাটস অ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন দিতিপ্রিয়া। তবে তাদের সেই সমস্যা পরে মিটে গিয়েছিল।

শোনা যাচ্ছে, দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে সংঘাতের জেরে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছেড়ে দিয়েছেন জিতু। অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিও সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। গত সোমবার দুজনকে নিয়ে মিটিংয়ে বসেও সুরাহা করতে পারেননি প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা। বিশেষ সূত্রের খবর, সেই মিটিংয়ের পরেই ধারাবাহিকটি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন অভিনেতা।

যদিও বিষয়টি নিয়ে জিতু কমল এখনো মুখ খোলেননি। প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকেও এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

সমালোচনার জবাব দিলেন রামচরণের স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেয়েদের নিজেদের 'ডিম্বাণু সংরক্ষণ' করে রাখার পরামর্শ দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা রামচরণের স্ত্রী উপাসনা কামিনেনী। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্টে সমালোচনার জবাবে কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দেন উপাসনা। তার প্রশ্ন, সামাজিক চাপে নয়, কেবল ভালোবেসে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কি একজন নারীর অপরাধ? সঠিক সঙ্গী না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি অপরাধ? নিজের সুবিধামতো সময়ে গর্ভধারণের সিদ্ধান্ত কি ভুল? শুধু বিয়ে-সন্তানের কথা না ভেবে নিজের ক্যারিয়ারে মন দেওয়া কি উচিত নয় নারীদের?

সম্প্রতি আইআইটি হায়দরাবাদে একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন উপাসনা। সেখানে গিয়েই তিনি মেয়েদের নিজেদের 'ডিম্বাণু সংরক্ষণ' করার পরামর্শ দেন। উপাসনা বলেন, মেয়েরা নিজেদের ডিম্বাণু সংরক্ষণ করুন। এটা জীবনের সব থেকে বড় শান্তি। এই নিরাপত্তা থাকলে মেয়েরা নিজেদের জীবন নিজেরাই চালনা করতে পারবে। কোন সময় বিয়ে করতে হবে, কোন সময় সন্তানের জন্ম দিতে হবে—এসব বলে দিয়ে কেউ আর তাদের চালনা করতে পারবে না।

তার এ মন্তব্যে নেটাগরিকের একাংশের মত ছিল, তিনি তার পারিবারিক 'আইভিএফ ক্লিনিক'-এর ব্যবসা বাড়াতেই এই কথা বলছেন।

এর জবাবে এ তারকাপত্নী জানান, তিনি নিজেও এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গেছেন, তবে অন্য হাসপাতালে। তিনি কেবল এই প্রক্রিয়ার সুবিধা জানাতে চেয়েছিলেন।

মোদির পা ছুঁয়ে প্রণাম ঐশ্বরিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিনেমায় অনিয়মিত হলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরব উপস্থিতি থাকে বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের। এবার তাকে দেখা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশের এক আধ্যাত্মিক গুরুর জন্মশতবার্ষিকীতে। যেখানে হাজির ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সাবেক ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারসহ আরও অনেকে। এ সময় মঞ্চে মোদিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী।

এদিন পরনে হলুদ সালোয়ার কামিজ আর কপালে ছোট্ট টিপে আভা ছড়ান ঐশ্বরিয়া। মঞ্চে বক্তব্য রাখেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, আমি মনে করি, মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম। আর ঈশ্বর একজন, তিনি সর্বত্র রয়েছেন। তার এই বক্তব্য শুনে উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানান।

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ঐশ্বরিয়া নরেন্দ্র মোদির পা স্পর্শ করে প্রণাম করেন এবং তার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার মাথায় হাত রেখে উষ্ণ অভিবাদন জানান। তারপর নির্ধারিত চেয়ারে গিয়ে বসেন অভিনেত্রী।

ইতোমধ্যে নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভিডিও ক্লিপটি। এ নিয়ে নেটিজেনরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন।

ঐশ্বরিয়াকে সবশেষ দেখা গেছে মনি রত্নম পরিচালিত 'পোনিয়িন সেলভান: টু' ছবিতে। ২০২৩ সালের ২৮ এপ্রিল মুক্তি পায় ছবিটি। এতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন ঐশ্বরিয়া।

ব্যক্তিগত জীবনে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন ঐশ্বরিয়া। এ দম্পতির আরাধ্যা বচ্চন নামে এক কন্যাসন্তান রয়েছে।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ: এক নজরে সবকিছু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অংশ নিতে যাওয়া ৪২টি দল ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাকি আছে আর মাত্র ছয়টি দল। ফুটবলের এই মহাযজ্ঞে লড়বে ৪৮টি দল। কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপ অতীতের সব আসরের চেয়ে দীর্ঘতম হবে। ৩৯ দিন ধরে চলবে এই বৈশ্বিক আয়োজন।

নভেম্বরের এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে ইউরোপের বেশ কিছু শক্তিশালী দল নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল এবং স্পেনের মতো বড় দলগুলো। এর পাশাপাশি ফুটবলের মানচিত্রে এতদিন অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ হিসেবে পরিচিত কিছু দলও বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কুরাকাও মঙ্গলবার জামাইকার বিপক্ষে ০-০ গোলে ড্র করে চার দলের গ্রুপের শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। জনসংখ্যার দিক থেকে কুরাকাও হলো বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোয়ালিফাই করা সবচেয়ে ছোট দেশ। তাদের সাথে এই অঞ্চল থেকে আরও বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে পানামা ও হাইতি। অন্যদিকে, ২৮ বছর পর ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে ফিরছে স্কটল্যান্ড।

বাকি ছয়টি স্থানের জন্য আন্তঃমহাদেশীয় এবং উয়েফা প্লে-অফ খেলা হবে। আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ইউরোপীয় বাছাইপর্ব চলবে, যেখানে ১৬টি দল চারটি স্থানের জন্য নকআউট লড়াইয়ে নামবে। অন্যদিকে, ফিফার আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফে ছয়টি মহাদেশীয় অঞ্চলের সেরা দলগুলো বাকি দুটি স্থানের জন্য লড়বে, যার সমাপ্তি হবে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ।

সব দলের নাম নিশ্চিত হওয়ার আগেই আগামী ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে এই জমকালো ড্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

৪৮টি দলকে নিয়ে এবার বিশ্বকাপে নতুন ফরম্যাট চালু হচ্ছে। দলগুলোকে ১২টি চার দলের গ্রুপে ভাগ করা হবে। গ্রুপ পর্ব শেষে শীর্ষ দুটি দল এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী সেরা আটটি দল রাউন্ড অফ ৩২-এ প্রবেশ করবে, যা আগের আসরের তুলনায় একটি অতিরিক্ত নকআউট পর্ব।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচটি ২০২৬ সালের ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং ফাইনাল ম্যাচটি ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে। যুক্তরাষ্ট্র ১১টি শহরে, কানাডা ২টি শহরে ১৩টি ম্যাচ এবং মেক্সিকো ৩টি শহরে ১৩টি ম্যাচ আয়োজন করবে।

বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কাতার ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল, তারা এবারও অন্যতম ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে।

আবহাওয়ার প্রভাব এড়াতে আরলিংটন, আটলান্টা এবং হিউস্টনের মতো কিছু স্টেডিয়ামের ছাদ বন্ধ রাখা হতে পারে, কারণ অতীতে এই গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রায় ফুটবলারদের অসুবিধা হতে দেখা গেছে।

অর্থ বাঁচাতে গোল না করার অনুরোধ বার্সার, হতভম্ব হয়ে যান লেভানডস্কি

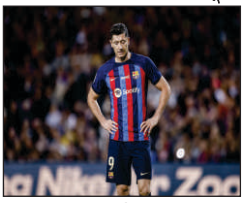

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একসময় নাকি বার্সেলোনা রবার্ট লেভানডস্কিকেই গোল করতে নিষেধ করেছিল। পোলিশ লেখক সেবাস্তিয়ান স্তাসেভস্কির লেখা 'দি রিয়েল লেভানদোস্কি' বই প্রকাশের পর ফুটবল দুনিয়ায় এ নিয়ে শোরগোল তৈরি হয়েছে।

২০২২ সালের জুলাইয়ে বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে বার্সেলোনায় পা রেখেছিলেন লেভানডস্কি। নতুন ঠিকানায় মাত্র কিছুদিনের ভেতরই গোল উৎসব শুরু করেন তিনি। সেই মৌসুমেই আগেভাগেই লা লিগার শিরোপা নিশ্চিত হয় বার্সার।

বইটিতে দাবি করা হয়েছে, লিগের শেষ দুই রাউন্ড শুরুর আগে এক বার্সা বোর্ড সদস্য নাকি লেভানডস্কিকে আলাদা ডেকে বলেছিলেন, 'রবের্ত, আমরা চাই শেষ দুই ম্যাচে তুমি গোল না করো।'

বোর্ড সদস্যের এই কথায় হতভম্ব হয়ে যান লেভানডস্কি। শেষপর্যন্ত বোর্ড সদস্যের সেই অনুরোধ রেখে আর গোল করেননি এই পোলিশ স্ট্রাইকার।

সেই সময় লেভানদোস্কির গোলসংখ্যা ছিল ২৩। যদি ২৫-এ পৌঁছে যেত, তবে বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী অতিরিক্ত ২৫ লাখ ইউরো দিতে হতো বার্সেলোনাকে। আর্থিক সংকটে জর্জরিত ক্লাবটির জন্য সে চাপ সামলানো ছিল কঠিন।

এরপর শেষ দুই ম্যাচে গোল না করলেও মৌসুমের শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছিলেন লেভানদোস্কি।

ঘটনাটি সামনে আনার পর সামাজিক মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন খ্যাতনামা ফুটবল সাংবাদিক গিইয়েম বালাগ। তিনি মনে করেন, সেই সময় খুব আর্থিক সমস্যায় ছিল বার্সেলোনা। যে কারণেই তার আগের বছর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার্সেলোনা ছেড়ে যেতে হয়েছিল ক্লাবটির কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে।

বালাগের ধারণা, দুই বছর আগের এই ঘটনা নতুন করে প্রকাশ্যে আসার পর তা নিয়ে ফুটবল বিশ্বে নতুন বিতর্কও তৈরি হতে পারে।

৫১ বছর পর বিশ্বকাপে হাইতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যারিবিয়ানের ছোট্ট দ্বীপ দেশ হাইতি ৫১ বছর পর ফিফা বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছে। ১ কোটি জনসংখ্যার এই দেশটি নিকারাগুয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত করেছে। এই অর্জন দেশটিতে নতুন প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

ইন্টার মায়ামির ফুটবলার ফাফা পিকাউল্ট জানিয়েছেন, 'খুবই আনন্দিত। হাইতিতে এখন যে উৎসব চলছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। দীর্ঘদিন বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে পারিনি। এটি আমাদের সবার জন্য গর্বের বিষয়।' তিনি আরও বলেন, 'এখন আমাদের মনোযোগ দিতে হবে বিশ্বকাপে ভালো করার দিকে। এটি নতুন প্রজন্মকেও আত্মবিশ্বাস দেবে।'

হাইতির পাশাপাশি ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্ব নিশ্চিত করেছে পানামাও। এল সালেভেদরকে হারিয়ে নিশ্চিত হওয়া এই সাফল্যের পর দেশটির রাজধানী পানামা সিটিতে সমর্থকরা রাস্তায় নেচে-গেয়ে উদযাপন করেছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR